কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 6 ......

বরিশালে স্কুল ছাত্র খুন

আটক ছয় শিক্ষার্থী জবানবন্দিতে হত্যার কথা স্বীকার

বরিশাল অফিস ▷

বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা ছিল মো. রাজু হোসেনের। স্কুলে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রবেশপত্র নিয়ে সে স্কুল ত্যাগ করে। কিন্তু সেখান থেকে বের হয়েই অংশ নেয় হত্যাকাণ্ডে। আর এ অভিযোগে এখন সে পুলিশ হেফাজতে।

শনিবার সকালে স্কুলে এসে সন্ধ্যায় এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে বাসায় ফেরে একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ইয়াছিন হোসেন। রবিবার সকালে শিক্ষকরা তাকে স্কুলে ডেকে নেন। এরপর তাকে ধরে শিক্ষকরা তুলে দেন পুলিশের হাতে। ইয়াছিনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়ার। শুধু এ দুজনই নয়, রূপাতলী শহীদ আ. রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র হৃদয় হত্যায় অংশ নিয়েছিল অন্তত ছয়জন।

নিহত সাইদুর রহমান

পুলিশ এখন পর্যন্ত ছয়জনকে আটক করেছে। তারা সবাই বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এদিকে হত্যার ঘটনায় হৃদয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। নিহতের বাবা শাহীন গাজী বাদী হয়ে সাঈদ আবেদিন আব্দুল্লাহসহ অজ্ঞাতপরিচয় ছয়-সাতজনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন। আটক ছয়জনকেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। শনিবারে গ্রেপ্তারকৃত সাঈদ আবেদিন আব্দুল্লাহ ও রাজু হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে যশোরে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাডেমিক বিভাগের প্রধান জাকির হোসেন বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে তাদের বিদায় ও প্রবেশপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল শনিবার। সবাইকে প্রবেশপত্র দিয়ে বিদায় দেওয়ার আধাঘণ্টা পরেই শুনি শহীদ আ. রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আর বিকেলে জানতে পারি আমাদের স্কুলের এক শিক্ষার্থী এ ঘটনায় আটক হয়েছে। তবে রবিবার পুলিশ এসে আমাদের জানায় এ প্রতিষ্ঠানের সাঈদ আবেদিন আব্দুল্লাহ, রাজু হোসেন, ইমন সরদার, মুরাদ হোসেন, নাহিদ হোসেন ও ইয়াছিন হোসেন এ হত্যার সঙ্গে জড়িত। দুজনকে শনিবার এবং অন্যদের রবিবার আটক করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'যারা আটক হয়েছে তারা ভালো শিক্ষার্থী। টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী তারা জিপিএ ৫ পেত বলা যায়। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও আতঙ্কের। আমরা তাদের কী শেখালাম? তবে তারা যাতে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সে জন্য পুলিশকে সহায়তা করেছি। অভিভাবকদেরও ব্যবস্থা নিতে বলেছি আদালতের মাধ্যমে।' তিনি আরো বলেন, যারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তারা অপরাধী। অবশ্যই অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) গোলাম রউফ বলেন, 'স্কুল ছাত্র সাইদুর রহমান হৃদয় গাজীকে হত্যার অভিযোগে বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছয় শিক্ষার্থীকে আমরা আটক করেছি। তারা সবাই এসএসসি পরীক্ষার্থী। সবাই স্বীকার করেছে যে তারা হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে। আমরা ওই স্বীকারোক্তি অনুসারে তাদের আদালতে প্রেরণ করেছি। এখন আদালত সিদ্ধান্ত দেবেন তারা পরীক্ষা দিতে পারবে কি না।' বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু জিয়াউল হক বলেছেন, পুলিশ যেহেতু তাদের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে আটক করেছে সেহেতু তারা দোষী। তবে তারা সবাই এসএসসি পরিক্ষার্থী বিধায় আদালত বিষয়টি বিবেচনা করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে পারেন।

এদিকে হৃদয়ের পরিবারে চলছে মাতম। স্বজনরা কান্নাকাটি করছে। তার বাবা এ ঘটনার জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ছাত্রী উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় শনিবার সাইদুর রহমান হৃদয় গাজীকে বরিশাল রূপাতলী শহীদ আ. রব সেরনিয়াবত স্কুলের গেটের সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।